



142223 - তালাক সংঘটন হ্রাসকরণে শরিয়তের নানা শর্তাবলি

প্রশ্ন

আমি একজন মুসলিম। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের কাছে অস্পষ্ট মনে হলেও (বভিন্ন কাজে) আল্লাহর প্রজ্ঞা রয়েছে। তিনি আমাদের জন্য কোনটা বেশি উপকারী তা আমাদের চোখে জানেন। আমি জানি যে বিবাহের কার্যক্রমে কড়াকড়ি মাঝে নহিতি প্রজ্ঞা হচ্ছে অনিষ্ট থেকে দূরে থাকা; যাতে করে কোন নারী ব্যভিচার করে দাবি না করে; আমি বিবাহিত। কিন্তু কোন তালাককে বিধিটা এত শিথিলি? মাত্র একটা কথায় তালাক শেষ হয়ে যায়, কোনটা প্রকার সাক্ষী ও মানুষকে জানানো ছাড়াই। এছাড়া তালাক মাত্র তিনটিতে সীমিত। এতে কি খুব সহজে পরিবার ভেঙে যায় না? তালাককে কোনো সাক্ষী না থাকা কি অনিষ্টকর নয়? তাহলে তো যাকে তার স্বামী কোনো সাক্ষী না রেখেই তালাক দিয়েছে, সে সম্পদ দাবি করে বসতে পারে? অথবা সে ব্যভিচারের সন্তান পটে নিয়ে তালাকদাতার দিকে সেই সন্তান সম্বন্ধযুক্ত করতে পারে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলাম বিবাহের বিধান প্রদান করেছে এবং বিবাহের ফলে যে সমস্ত কল্যাণকর বিষয় ঘটে থাকে সেগুলোর জন্য বিবাহ করার আদেশ দিয়েছে। অন্যদিকে তালাকের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করেছে। প্রশ্নকর্তা যমেনটি বলছে যে ইসলাম তালাক দায়াকে সহজ করেছে, সঠিক নয়। ইসলাম তালাকের এমন কিছু শর্ত ও বিধি-বিধান প্রদান করেছে যেগুলো পুরুষের জন্য তালাক দেওয়াকে সংকীর্ণ করে দেয় ও তালাক সংঘটন কমিয়ে দেয়। ইসলাম তালাককে স্বামীর হাতে এমনভাবে দিয়েছে যে সে যখন ইচ্ছা তখন তালাক দিয়ে দিবে।

মুসলিমরা যদি এই বিধি-বিধান মনে চলত, তাহলে তালাকের মাত্রা খুবই কম হত। কেবল তখনই তালাক ঘটত যখন স্বামীর বাস্তবই এর প্রয়োজন পড়ত। কিন্তু, অধিকাংশ মানুষ এই বিধানগুলো মনে চলেনি। বরং তারা আল্লাহর সীমারখো লঙ্ঘন করেছে। সে কারণেই তালাক বেড়ে গিয়েছে। আর কউে কউে মনে করতে শুরু করেছে যে ইসলামে তালাক সহজ।

তালাক সংঘটন হ্রাসের জন্য আল্লাহ যে সমস্ত বিধান প্রণয়ন করেছেন তার মধ্যে রয়েছে:

১. মৌলিকভাবে তালাক দয়া নষিদ্দিহ; হয় তো হারাম হিসাবে নয়তো মাকরুহ হিসাবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘মৌলিকভাবে তালাক নষিদ্দিহ। প্রয়োজন অনুপাতে এটিকে বৈধতা দেওয়া

হয়েছে। সহীহ হাদীসে বর্ণনা আছে: জাবরে রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “ইবলীস (শয়তান) সমুদ্রের পানির উপর তার স্টিফান স্টিফান স্টিফান করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফতিনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য সেখানে থেকে তার বাহনিকে চারদিকে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে সে শয়তানই তার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত যে শয়তান মানুষকে সবচেয়ে বেশি ফতিনায় ফলেতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফরি এসে বলে: আমি মানুষের যতক্ষণ না অমুকটা করিয়ে ছেড়েছি, ততক্ষণ তার সাথেই ছিলাম। এক পর্যায়ে এক শয়তান এসে বলে: আমি মানুষটাকে ততক্ষণ ছাড়িনি, যতক্ষণ না তার মাঝে ও তার স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়েছি। তখন শয়তান এ কথা শুনতে তাকে কাছে এনে বসিয়ে বলে: তুমিই (উত্তম কাজ) করছো। এরপর ইবলীস তার সাথে আলঙ্ঘন করে।” আল্লাহ তায়ালা জাদুর নিন্দা করতে গিয়ে বলেন:

فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

“তারা তাদের কাছে এমন কিছু শখিত, যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বচ্ছিন্ন ঘটাতে পারত।” [সূরা বাকারা: ১০২] [মাজমুউল ফাতাওয়া (৩৩/৮১) থেকে সমাপ্ত]

তিনি আরও বলেন: ‘যদি তালাকের প্রয়োজন না থাকত তাহলে (শরয়ী) দলীলরে দাবি হচ্ছে এটি হারাম হওয়া; যমেনভাবে সাহাবীদের থেকে বর্ণনাসমূহ ও শরয়ী মূলনীতিসমূহ নরিদশে করছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের প্রতি রহমত হিসাবে তালাককে বৈধ করেছেন; কেননা কখনও কখনও এটি তাদের প্রয়োজন হয়।’ [মাজমুউল ফাতাওয়া (৩২/৮৯) সমাপ্ত]

২. আল্লাহ তালাককে স্বামীর হাতে রেখেছেন; স্ত্রীর হাতে নয়।

তালাক যদি স্ত্রীর হাতে দেয়া হত, তাহলে আজকে যে পরিমাণ তালাক দখতে পাচ্ছেন তার চেয়ে বহুগুণে বেশি তালাক দখতে পাতেন। কারণ নারী সহজেই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে।

হানাফী ইমাম ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: শরীয়তে তালাকের বখানরে অন্যতম সটৌন্দর্য হচ্ছে এটিকে পুরুষদের হাতে রাখা হয়েছে; নারীদের হাতে নয়। এর কারণ হচ্ছে: পুরুষ নিজেকে বেশি সংযত রাখতে পারে এবং পরিণতির ব্যাপারে সে বেশি চিন্তা করে। [দখুন: ফাতহুল কাদীর (২/৪৬৩)]

৩. কোনো পুরুষের জন্য স্ত্রীকে হায়ে বা ঋতুমতী অবস্থায় কথিবা এমন তুহুর বা পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়া জায়েয নই যে পবিত্রতায় তার সাথে সহবাস করেছে।

এ ধরণের তালাকের ব্যাপারে ফকীহরা মতভেদে করেছেন যে, এটিকে সংঘটিত হবে; নাকি হবে না?

(72417) নং প্রশ্নের উত্তরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত পড়ুন।

কটে যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় অথচ তার স্ত্রী ঋতুমতী অবস্থায় থাকে কথিবা এমন তুহুরে (পবিত্রতায়) থাকে যে

তুহুরে সবে তার সাথে সহবাস করছে, তাহলে তাকে পরবর্তী তুহুর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর ঐ তুহুরে তার সাথে সহবাস করার আগে তালাক প্রদান করবে। এই সময়ের পরিমাণ কখনো এক মাসের মত হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী এই সময়টুকু অপেক্ষা করলে তালাককে সন্ধিধান্ত থেকে সরে যায়। যে কারণে সবে তালাক দিতে চয়েছিলি সেটি দূর হয়ে যায়।

৪. তালাক হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীকে তার ঘর থেকে বের করে না দেওয়া এবং তার জন্য বের হওয়া বধি না হওয়া। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“হে নবী! তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিলে তাদের ইদ্দতের (ইদ্দত: তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের নির্দিষ্ট সময়কাল) প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিবে এবং (ঠিকভাবে) ইদ্দত গণনা করবে। আর তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করবে। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিবে না এবং তারা নিজেরাও যেন বের না হয়ে যায়। তবে তারা কোনো প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে ভিন্ন কথা। এগুলো আল্লাহর সীমারখো (বধি)। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারখো লঙ্ঘন করে সে তার নিজের উপরই যুলুম করে। তুমি জানো না, আল্লাহ হয়তো এর পরে (এই তালাকের পরে) কোনো একটি পথ বের করবেন।” [সূরা তালাক: ১]

এতে নহিতি প্রজ্ঞা হচ্ছে— স্বামী-স্ত্রীকে সমস্যা সমাধানের সুযোগ প্রদান করে। অন্য কোনো পক্ষে হস্তক্ষেপে ছাড়াই স্বামী তার স্ত্রীকে ফরিয়ে নতি পারে, যাদের হস্তক্ষেপে সমস্যা নিরসনের পরবর্ত্তে সম্পর্ক নষ্টের কারণ হতে পারে।

নছিক তালাক সংঘটনের পরই যদি স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে (যেমনটি বাস্তবে হয়) বরোধ আরো বড়ে যায় এবং স্বামী তাকে ফরিয়ে না দেওয়ার ব্যাপারে আরো অনড় অবস্থান গ্রহণ করে।

আল্লাহ তাআলা একই আয়াতে এই বধিধনের অর্ন্তনহিতি প্রজ্ঞার কথা উল্লেখ করে বলেন: “আল্লাহ হয়তো এর পরে (এই তালাকের পরে) কোনো একটি পথ বের করবেন।” অর্থাৎ অবস্থার পরবর্ত্তন হওয়া এবং স্ত্রীকে স্বামীর ফরিয়ে দেওয়া।

৫. শরীয়ত স্বামীর হাতে তিনটি তালাক প্রদান করেছে।

এতে নহিতি প্রজ্ঞা স্পষ্ট। যাত করে পুরুষের জন্য এ সুযোগ থাকে, সে তালাক দিয়ে অনুতপ্ত হলে যেন তার স্ত্রীকে ফরিয়ে নতি পারে। হয়তবা তাদের দুইজনের মধ্যে যে ভুলকারী সে নিজেরে ভুল শুধরে নবি। তারপর স্বামীকে আরও একটি সুযোগ দয়া হয়েছে। যদি স্বামী তৃতীয় তালাক দিয়ে তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি প্রমাণ করে যে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক

টকিবো না। তখন বচ্ছদে ছাড়া আর কিছু বাকি থাকে না।

তবাহরে ইবনে আশুর রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘উক্ত গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী বধিনে নহিতি প্রজ্ঞা হলো: স্বামীদরেকো তাদরে স্ত্রীদরে অধিকাররে ব্যাপারে অবহলো করা থেকে এবং স্ত্রীদরেকো নজিদে ঘরে খলেনা বানয়ি ফলো থেকে প্রতহিত করা। স্বামীর ক্ষেত্রে প্রথম তালাক হচ্ছো পদস্থলন, দ্বিতীয়টি হচ্ছো পরীক্ষামূলক। আর তৃতীয়টি হচ্ছো বচ্ছদে। ঠিকি যমেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসা ও খয়িরিরে ঘটনায় বলছেন: ‘মুসার প্রথম আপত্তি ছিল ভুলক্রমে। দ্বিতীয়টি ছিল শর্ত মতোবকে। আর তৃতীয়টি ছিল ইচ্ছাকৃত। এ কারণে খয়িরি তৃতীয় বারে তাকে বলেন: **هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ** ‘এটাই আমার ও তোমার মাঝে বচ্ছদে।’ [সূরা কাহফ: ৭৮] [হাদীসটি বুখারী (২৫৭৮) ও আহমদ (৩৫/৫৬) বর্ণনা করেন। মুহাক্ককিরা এটিকে সহহি বলে গণ্য করেন] [আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর (২/৪১৫)]

ইবনুল হুমাম আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ শরীয়তে তালাকরে সংখ্যা তনি হওয়ার মাঝে নহিতি প্রজ্ঞার বিবরণ দিয়ে বলেন: ‘কারণ মানুষেরে মন মথিয়ুক। হয়তো তাকে বোঝাবো যে এ স্ত্রীর প্রয়োজন নহি অথবা তাকে পরিত্যাগ করার প্রয়োজন বুঝিয়ে তাকে প্ররোচতি করবো। আবার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার পর তার অনুশোচনা হবে, অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং ধৈর্য হারিয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তাআলা এ কারণে তনিবার তালাক দয়ার বধিন আরোপ করছেন। যাতে করে সে প্রথমবার তালাক দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করতে পারে। যদি বাস্তবে নিজেরে মনকে তালাক দয়ায় বিশ্বস্ত পায় তাহলে ইদ্দত শেষে হওয়া পর্যন্ত সে তালাক টকিয়ি রাখবে। আর যদি মনকে বিশ্বস্ত না পায় তাহলে স্ত্রীকে ফরিয়ি নতিে পারল। তারপর যদি তার মন প্রথম তালাকরে মত অবস্থায় চলে যায় এবং তার উপর বজ্রী হয়ে তাকে তালাক দিয়ে ফলোয়, তাহলে সে মনের কী পরবর্তন ঘটবে সেটা লক্ষ্য করবো। এরপর তৃতীয় তালাক কেবল তখনই দবো যখন সে নিজেরে মনকে ভালোভাবে যাচাই করেছে এবং নিজেরে মানসিক অবস্থা বুঝতে পরেছে। তনি তালাকরে পর আর কোনো ওজররে সুযোগ নহি।’ [সমাপ্ত] [দখুন, ফাতহুল কাদীর (৩/৪৬৫-৪৬৬)]

৬. স্ত্রীকে উপদেশে দেওয়া, বহিনায় পরিত্যাগ করা, স্বামীর অবাধ্যতা ও বয়োদবিকরার আশঙ্কা করলে তাকে মৃদু প্রহার করা বধি। আল্লাহ তাআলা বলছেন:

وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“আর যো নারীদরে মধ্যে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদরেকো (প্রথমো) উপদেশে দাও, (তাতো কাজ না হলো) বহিনায় তাদরেকো বর্জন করো এবং (তাতোও কাজ না হলো) তাদরেকো (মৃদু) প্রহার করো। এতে যদি তারা তোমাদরে অনুগত হয় তাহলে তাদরে বরুদ্ধে অন্য কোনো পথ অনুবেষণ করো না। নশ্চয়ই আল্লাহ উপরস্থি, মহান।” [সূরা নসি: ৩৪]



তাই স্ত্রীর সাথে সামান্যতম সমস্যা হলেই স্বামী তাকে তালাক দিবে না। বরং তালাকের আগে সমঝোতার নানান প্রচেষ্টা করে যেতে হবে।

৭. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে, সেগুলোর সমাধানে নিজেরো ব্যর্থ হলে দুজনের মাঝে মীমাংসার জন্য সালশি নর্ধারণ করা বৈধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা করো তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালশি ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালশি নিযুক্ত করো। তারা যদি মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ তাদের মাঝে মলিসাধন করে দিবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সবকিছু অবগত।” [সূরা নসি: ৩৫]

সমস্যা সমাধান করা না গেলেই স্বামী তালাকের দিকে ছুটে যাবে না। বরং এই দুই সালশির মাধ্যমে অন্য একটী সমাধানের চেষ্টা করবে।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে: ইসলাম তালাকের বধিান ও সংঘটন সহজ করে দেননি। বরং পুরুষের জন্য তা কঠিন ও সংকীর্ণ করে দিয়েছে; যাত করে তালাক কম পরিমাণে সংঘটিত হয়। এর কারণ শুধু এটাই যে, তালাক আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়, প্রিয় কিছু নয়।

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বচ্ছদেদে শেষে উপায় হিসেবে তালাককে রেখেছে। তালাকের আগে সমাধানের বেশ কিছু প্রাথমিক পথ উন্মুক্ত করে রেখেছে। শাইখ, স্বামী-স্ত্রী তালাকের আশ্রয় নেওয়ার আগে তাদের মাঝে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার লক্ষ্যে ইসলাম যে সমস্ত সমাধান রেখেছে সেগুলো যদি আমাদেরকে বলতেন?

তনি উত্তর দেন:

“আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ববিধ মীমাংসা করার বধিান প্রদান করার পাশাপাশি এমন পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করত বলেছেন যেগুলো মলেবন্ধন তরী করে এবং তালাকের ছায়া দূর করে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে: উপদশে দয়ো, বচ্ছিনায় পরতিযাগ এবং উপদশে ও পরতিযাগে কাজ না হলে মৃদু প্রহার করা। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“আর যবে নারীদরে মধ্যযে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদরেককে (প্রথম) উপদশে দাও, (তাত কাজ না হলে) বহিনায় তাদরেককে বর্জন করো এবং (তাতও কাজ না হলে) তাদরেককে (মুদু) প্রহার করো। এতে যদি তারা তোমাদরে অনুগত হয় তাহলে তাদরে বরিদুধে অন্য কোনো পথ অনুবষণ করো না। নশ্চয়ই আল্লাহ উপরস্থি, মহান।”[সূরা নসি: ৩৪]

এর মধ্যযে আরো রয়েছে: স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ববিদ ঘটলে উভয়ের মাঝে ববিদ নরিসনরে জন্য উভয়ের পরবিাররে পক্ষ থকে একজন করে শালসি নযিক্ত করা। এ প্রসঙগে আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যযে বরিোধরে আশঙ্কা করো তাহলে স্বামীর পরবিার থকে একজন সালশি ও স্ত্রীর পরবিার থকে একজন সালশি নযিক্ত করো। তারা যদি মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ তাদরে মাঝে মলিসাধন করে দবিনে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সবকছু অবগত।”[সূরা নসি: ৩৫]

যদি এই উপায়গুলো কাজ না করে, সমাঝতো সহজ না হয়, ববিদ চলমান থাকে আর এর কারণ স্বামী হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ স্বামীর জন্য তালাকরে বধিন রেখেছেন। অন্যদকি ভুল অথবা বদিবষে যদি স্ত্রীর পক্ষ থকে হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর জন্য অর্থরে বনিমিয়ে মুক্তরি সুযোগ রেখেছেন, যদি স্বামী অর্থ ছাড়া তাকে তালাক দতি সম্মত না হয়। আল্লাহ তাআলা বলনে:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“(বধিনসম্মত) তালাক দুইবার। এরপর (স্ত্রীকে) হয় যথোচিতভাবে ধরে রাখতে হবে, না হয় ভালোয় ভালোয় ছড়ে দতি হবে। আর তোমরা তাদরেককে যা যা দয়িছে তা থকে কিছুই নয়ি নেওয়া তোমাদরে জন্য বধৈ নয়; তবে যদি (স্বামী-স্ত্রী) দুজন আল্লাহর সীমারখো (বধিন) ঠকি রাখতে না পারার আশঙ্কা করে তাহলে ভনি কথ। তাই তোমরা যদি আশঙ্কা করো যবে, তারা দুজন আল্লাহর সীমারখো ঠকি রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী নজিকে মুক্ত করতে (স্বামীকে) কিছু বনিমিয়ে দলি তাত দু'জনের কারো পাপ হবে না। এগুলো আল্লাহর সীমারখো; তোমরা এগুলো লঙ্ঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমারখো লঙ্ঘন করে তারাই যালমে।”[সূরা বাকার: ২২৯]

কনেনা সুন্দরভাবে বচিছে হওয়া ববিধ ও বরিোধরে চয়ে উত্তম। তাছাড়া ববিহরে বধিন যবে উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে আরোপ করা হয়েছে, সগুলো এমন (বরিোধপূরণ) ববিহে অর্জতি হয় না। তাই আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا



“আর যদি তারা (স্বামী-স্ত্রী) পরস্পর বচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্য (সম্পদ) দ্বারা প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবনে। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাবান।”[সূরা নসি: ১৩০]

তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বশিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: সাবতে ইবনে কাইস আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা স্ত্রী তাকে ভালোবাসত না এবং তার সাথে থাকতে পারছিল না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহলিককে অনুমতি দেন দনেমোহর হিসেবে প্রাপ্ত বাগানটি ফরিয়ে দিতে। আর সাবতেকে নরিদশে দেন বাগানটি গ্রহণ করে স্ত্রীকে এক তালুক দিয়ে দিতে। তখন তিনি সটোই করেন।[হাদীসটি বুখারী সহিহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে]

[ফাতাওয়া উলামাইল বালাদলি হারাম (পৃ. ৪৯৪, ৪৯৫)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।